তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৪৪৭

**কিংবদন্তী সংগীতশিল্পী এন্ড্রু কিশোরের মৃত্যুতে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২২ আষাঢ় (৬ জুলাই) :

কিংবদন্তী সংগীতশিল্পী এন্ড্রু কিশোরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ; স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম; পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান; শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন; বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী; খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার; বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন; ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার; প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ; শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার; যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল; নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী; জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন; পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স¦পন ভট্টাচার্য; পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক; তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান; গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ; সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এবং পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম।

আজ পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য আটবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ী এই গুণী শিল্পী দীর্ঘদিন মরণব্যাধি ব্লাড ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ করে আজ সন্ধ্যায় রাজশাহীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই সন্তান-সহ অসংখ্য গুণাগ্রহী রেখে গেছেন।

#

সুমন/রাহাত/সঞ্জীব/কানাই/২০২০/২২৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৪৬

**দরাজ কণ্ঠের মাঝে বেঁচে থাকবেন এন্ড্রু কিশোর**

**-- শোকাহত তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ আষাঢ় (৬ জুলাই) :

অতুলনীয় কণ্ঠ আর সহস্র জনপ্রিয় গানের শিল্পী এন্ড্রু কিশোরের মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। সেই সাথে শোক জানিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান এবং তথ্যসচিব কামরুন নাহার।

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ড. হাছান মাহ্মুদ তাঁর শোকবার্তায় বলেন, দরাজ কন্ঠ আর কালজয়ী গানের মাঝে এন্ড্রু কিশোর বাঙালির হৃদয়ে যুগ যুগ বেঁচে থাকবেন। চার দশকের বেশি সময় ধরে দেশ ও বিদেশের মানুষের মন জয় করা আটবার জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত এই সংগীত প্রতিভার কণ্ঠে মানবমনের সূক্ষ্ণ অনুভূতির অনুরণন কখনো ভুলবার নয়, বলেন তথ্যমন্ত্রী।

প্রায় দশ মাস ক্যান্সারের চিকিৎসা গ্রহণের পর আজ রাজশাহীর একটি হাসপাতালে ১৯৫৫ সালের ৪ নভেম্বর রাজশাহীতে জন্মগ্রহণকারী বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী এন্ড্রু কিশোর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০ লাখ টাকার সহায়তায় গত ৯ মাস সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও তথ্যসচিব তাদের শোকবার্তায় প্রয়াত শিল্পীর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন ও শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

আকরাম/রাহাত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর: ২৪৪৫

**কিংবদন্তী সংগীতশিল্পী এন্ড্রু কিশোরের মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

**‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍**

ঢাকা, ২২ আষাঢ় (৬ জুলাই) :

কিংবদন্তী সংগীতশিল্পী এন্ড্রু কিশোরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোকবার্তায় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, এন্ড্রু কিশোর বাংলাদেশের সংগীত জগতে এক কিংবদন্তীর নাম। গ্রামের কৃষক থেকে শুরু করে শহরের ধনিক শ্রেণি সকলের কাছে এন্ড্রু কিশোরের গান সমান জনপ্রিয়। চলচ্চিত্রের বহু গানে প্লে-ব্যাক করে তিনি 'প্লে-ব্যাক সম্রাট' হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন। আটবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ী দেশবরেণ্য এ শিল্পীর মৃত্যুতে বাংলাদেশের সংগীত জগতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। বাংলাদেশের সংগীতপ্রেমী মানুষ এ মহান শিল্পীকে দীর্ঘদিন স্মরণে রাখবে।

#

ফয়সল/রাহাত/সঞ্জীব/কানাই/২০২০/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর: ২৪৪৪

**‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍উন্নয়ন প্রকল্পে আর নিম্নমানের কাজ হবে না**

**-স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ আষাঢ় (৬ জুলাই) :

দেশের উন্নয়নে যে কোনো প্রকল্প নেওয়া হোক না কেন তা অবশ্যই গুণগত মানসম্পন্ন এবং টেকসই হতে হবে জানিয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেছেন, দেশে আর কোনো নিম্নমানের কাজ করতে দেওয়া হবে না।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ে নিজ কক্ষ থেকে দেশের ১২ জেলার বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের খোঁজ খবর নিতে জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীদের সাথে অনলাইনে এক সভায় একথা বলেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, ‌‌‌‌‌মানুষকে উন্নয়নের সুফল দিতে হলে যে কোনো কাজ টেকসই এবং মানসম্পন্ন করতে হবে। কেউ যদি নিম্নমানের কাজের সাথে জড়িত থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ সময় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে কোনো ধরনের ঝুঁকি এবং সমস্যার সম্মুখীন হলে তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

সভায় জানানো হয়, বন্যা মোকাবিলা সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বয় করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় এবং বন্যাকবলিত সকল জেলায় কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। এছাড়া, নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এবং পানি ভর্তি জেরিক্যান বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় অস্থায়ী নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট প্রস্তুত আছে। এছাড়া চাহিদা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীও‌‌‌‌ মজুত আছে বলে সভায় জানায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ-সহ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে প্রধান প্রকৌশলী মোঃ সাইফুর রহমান যোগ দেন।

#

হায়দার/রাহাত/সঞ্জীব/কানাই/২০২০/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৪৩

**আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের দু’টি পুরস্কার অর্জন**

ঢাকা, ২২ আষাঢ় (৬ জুলাই) :

বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২০ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ৬টি পুরস্কারের মধ্যে দু’টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে।

গতকাল জুম অনলাইনে তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড (আইবিসিওএল) ২০২০ প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে হংকং ব্লকচেইন অলিম্পিয়াডের সভাপতি ড. লরেন্স মা বেস্ট প্রোটোটাইপ অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী হিসেবে বাংলাদেশের ডিইউ নিমবাস দলের নাম ঘোষণা করেন। আর সিলভার মেডাল অর্জনকারী হিসেবে ডিজিটাল ইনোভেশন দলের নাম ঘোষণা করা হয়। সিটি ইউনিভার্সিটি, হংকং ও হংকং ব্লকচেইন সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অলিম্পিয়াডে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীন-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৬০টি দল অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে বাংলাদেশের রয়েছে ১২টি দল।

আজ এ উপলক্ষে আয়োজিত এক জুম অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে দল দু’টিকে অভিনন্দন জানান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বলেন, সরকার যখন দেশের মেধাবী শিক্ষার্থী, তরুণ-তরুণীদের ব্লকচেইন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডেটা অ্যানালাইটিকস, মেশিন লার্নিংয়ের মতো ফ্রন্টিয়ার (অত্যাধুনিক) প্রযুক্তিতে দক্ষ হতে উৎসাহিত করছে তখন ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশের দু’টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন আমাদের জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যাঞ্জক একটি খবর।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ এর লক্ষ্য অর্জন করার জন্য বাংলাদেশ আগেভাগেই ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চায়। এজন্য আইসিটি বিভাগ থেকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের (বিসিওএলবিডি) আহ্বায়ক বুয়েটের অধ্যাপক ড. কায়কোবাদ, বিসিওএলবিডি’র সমন্বয়ক হাবিবুল্লাহ এন করিম, অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও এলআইসিটি প্রকল্প পরিচালক মোঃ রেজাউল করিম।

অনুষ্ঠানে ডিজিটাল ইনোভেশন দল তাদের প্রকল্প আইডেনটিটি ব্যবস্থাপনা ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্য বিতরণের প্লাটফর্ম এবং ডিইউ নিমবাস দল ভূমি ব্যবস্থাপনার ওপর সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপিং প্রদর্শন করেন।

#

শহিদুল/রাহাত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৪২

**ইন্টারনেটকে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি**

**-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ আষাঢ় (৬ জুলাই) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইন্টারনেটকে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি। বিশেষ করে দেশে শিক্ষার বিস্তারে ইন্টারনেট সহজলভ্য করতে সম্ভাব্য সবকিছু করতে সরকার বদ্ধপরিকর। শিক্ষার প্রসার এবং মেধাবী জাতি তৈরিতে ইন্টারনেটকে ব্যয় নয়, এটিকে রাষ্ট্রের বড় বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে হবে। বইয়ের মতো ইন্টারনেট শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে দিতে হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় তাঁর দপ্তর থেকে জুম অনলাইনে প্রাইম ব্যাংক ও আইএসপিএবি আয়োজিত মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী এ সময় বলেন, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার কর্মীরা ডিজিটাল রূপান্তরে অগ্রণী সৈনিক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ পণ্যকে গুরুত্ব দেওয়া। ইতিমধ্যে আমাদের মোট চাহিদার শতকরা ৫০ ভাগ মোবাইল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা কম্পিউটারও উৎপাদন করছি। যারা মোবাইল ও কম্পিউটার উৎপাদন করছে আইএসপিএবি’র পাশাপাশি প্রাইম ব্যাংক তাদের পাশে থাকলে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশে তা আরো কার্যকর হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মোস্তাফা জব্বার আরো বলেন, আমরা ২০২১ সালে ফাইভ-জি প্রযুক্তিতে প্রবেশের জন্য পথনকশা তৈরি সম্পন্ন করেছি। তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযুক্তির জন্য ইতোমধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণের কর্মপরিকল্পনা-সহ বিভিন্ন প্রস্তুতিও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রাইম ব্যাংকের সিইও রায়হান আহমেদ এবং আইএসপিএবি সভাপতি আবদুল হাকিম বক্তৃতা করেন।

#

েশফায়েত/রাহাত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০০০ঘণ্টা

**Handout No. 2441**

**Bangladesh Nationals in Vietnam: Clarification from the Ministry of Foreign Affairs**

**Dhaka, 22 Ashar (6** **July)**

The Ministry of Foreign Affairs came to know from its Mission in Hanoi that 27 Bangladeshi nationals who were lured by human traffickers to Vietnam in the recent past are now temporarily staying at a hotel provided by the Vietnam authorities.

Vietnam is not a country where much work opportunities are available for prospective foreign workers. Brokers traffic Bangladeshi workers there in the hope of landing them in prosperous countries such as Australia, New Zealand and other rich parts of South East Asia.

In the close collaboration between Bangladesh Embassy in Hanoi and the Vietnamese Government a Special Flight was operated in the Hanoi-Dhaka-Hanoi route on 2 July 2020. Eleven Bangladesh nationals returned from Vietnam availing that flight. These twenty seven people were also listed for repatriation. They declined to avail the flight stating that Bangladesh government has to pay for their airfare. Bangladesh government does not have a provision to pay for the airfare of returning illegal workers. In all repatriation flights, it is the passengers themselves who pay for their passage rather than from tax payers money. In case of flights carrying workers, the employer country pays for the airfare. They do not fall under either category as they did not go with employment visas; they went to Vietnam as visitors.

After the departure of the flight to Dhaka, later in the day on 2 July they attempted to forcibly enter the premise of Bangladesh Embassy in Vietnam which is a violation of both international law and Vietnam’s local law. These unruly people first declined to fly home. Secondly, if they had anything to say, they could state that in a disciplined manner rather than attempting to forcibly occupy the embassy in a foreign country tarnishing the image of the country. They are now threatening in the social media that if their demands are not met they will similarly occupy all Bangladesh embassies abroad.

They went live on social media and made derogatory remarks against the country. Such subversive activities while staying in friendly foreign country is not acceptable by any standard. The Government of Bangladesh as a recognition to all its hard work has recently been upgraded to tier-2 in the Trafficking in Persons (TIP) country report released by US State Department. There are reasons to believe that certain quarters are purposefully doing harm to the Government of Bangladesh against the backdrop of its recent success. Law enforcing agencies in Bangladesh are already working to nab the traffickers who were involved in illegally sending people to Vietnam. Those people who illegally go abroad lured by traffickers are also responsible for tarnishing the image of Bangladesh abroad.

Mentionable that because of the flight restrictions caused by COVID-19 pandemic, it will take time to resume flights in Dhaka-Hanoi route.

#

Tohidul/Rahat/Sanjib/Kanai/2020/1940 hour

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৪৩৯

**‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍সারা দেশের মানুষ দেখছে, মাঠে নয় বিএনপি শুধু টিভিতেই**

**- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ আষাঢ় (৬ জুলাই) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘সারা দেশের মানুষ দেখছে, করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে মাঠে না গিয়ে আইসোলেশনে থেকে টিভিতেই বক্তব্য দেয় বিএনপি।’

আজ সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মন্ত্রী। বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভীর মন্তব্য-‘আওয়ামী লীগ নয়, বিএনপিই মাঠে আছে, ত্রাণ দিচ্ছে’ এর জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

বিএনপি নেতা রিজভীর সাম্প্রতিক নানা মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ‘আমি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতে চাই না এবং তা উচিতও নয়’ উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেশের মানুষের চোখ-কান আছে, তারা দেখতে পাচ্ছে, কারা মাঠে আছে, কারা ত্রাণ দিচ্ছে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ১ কোটি ২৫ লাখের বেশি পরিবারকে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় ৭ কোটি মানুষ ত্রাণ এবং অন্যান্য সহায়তার আওতায় এসেছে। এগুলো দিবালোকের মতো স্পষ্ট।’

নাম উল্লেখ না করে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বিএনপি নেতৃবৃন্দ ঘরে বসে বসে ভিডিও কনফারেন্স করে দুনিয়ার কথা বলেন, সেটা টেলিভিশনেই দেখা যায়। অপরদিকে আমাদের দলের নেতাকর্মীরা মাঠে কাজ করছে বিধায় অনেক এমপি-সহ বহু নেতাকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, অনেক নেতা ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন, তারা সবাই মাঠে ছিল। সুতরাং আমরা যে কথাগুলো বলেছি সেটি যে সত্য, তা দেশের মানুষ বুঝতে পারে। আর মিথ্যা বলাই যাদের রাজনীতির মূল প্রতিপাদ্য, তারা ক্রমাগত মিথ্যাই বলবে, এটিই স্বাভাবিক।’

এ সময় এখনো চিকিৎসার জন্য মানুষকে হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ঘুরতে হচ্ছে- এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয় মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য। সেখান থেকে রোগী ফেরত দেওয়া কোনোভাবেই সমীচীন নয়। চিকিৎসা দিতে না পারলে তারা রোগীকে পরামর্শ দিতে পারে, অন্য হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু চিকিৎসার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হাসপাতাল থেকে রোগী ফেরত দেওয়াকে এ পরিস্থিতিতে আমি মনে করি এটি অপরাধ এবং এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে দৌড়াতে দৌড়াতে রোগীর মৃত্যুর দায় সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলো কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।’

করোনা পরিস্থিতিতে বগুড়া ও যশোরের দু’টি আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত জনস্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, নির্বাচন কমিশন স্বাধীন, তারা স্বাধীনভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এর ভালো ব্যাখ্যা তারাই দিতে পারবেন। যদিও ঢাকা আর বগুড়া কিংবা যশোরের পরিস্থিতি এক নয়, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে মানুষ যে কিছুটা উদ্বিগ্ন সেটাও ঠিক। তবে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার বিষয়ও আছে। সে কারণেই তারা নির্বাচন করার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু এ প্রেক্ষাপটে আরো কী করা যেতে পারে, কী করা প্রয়োজন সেটি নির্বাচন কমিশনই ভালো বলতে পারবে।

#

আকরাম/রাহাত/সঞ্জীব/কানাই/২০২০/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ২৪৪০

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২২ আষাঢ় (৬ জুলাই) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ৩ হাজার ২০১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৬৫ হাজার ৬১৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৪ জন-সহ এ পর্যন্ত ২ হাজার ৯৬ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার ২৪৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭৬ হাজার ১৪৯ জন।

          এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২৫ লাখ ২৮ হাজার ২৪৫টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে মোট বিতরণ করা হয়েছে ২৪ লাখ ২১ হাজার ৭৬৪টি এবং মজুত আছে ১ লাখ ৬ হাজার ৪৮১টি।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/রাহাত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৪৩৮

**‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আরো গতিশীল করা হবে**

**- কে এম খালিদ**

ঢাকা, ২২ আষাঢ় (৬ জুলাই) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়ন ও বেগবান করা হবে। অধীনস্থ দপ্তর-সংস্থার কার্যক্রম ও সাফল্যের মাঝেই মন্ত্রণালয়ের মূল সাফল্য নিহিত। সেজন্য অধীনস্থ দপ্তর-সংস্থার কার্যক্রম আরো নিবিড়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ে নবযোগদানকৃত সচিবের অভ্যর্থনা প্রদান ও বদলিকৃত সচিবের বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিদায়ি সচিব ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল একজন মেধাবী, সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তা। তিনি তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে গতিশীল ও দৃশ্যমান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। প্রতিমন্ত্রী এ সময় মন্ত্রণালয়কে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে নবাগত সচিব সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, পদোন্নতি পেয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব হিসাবে যোগদান করেছেন খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিটের মহাপরিচালক এম বদরুল আরেফিন। অন্যদিকে, ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে বদলি হয়েছেন।

#

ফয়সল/রাহাত/সঞ্জীব/কানাই/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ২৪৩৭

**‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍**

**শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ইন্টারনেট প্যাকেজ প্রদানের আহ্বান শিক্ষামন্ত্রীর**

ঢাকা, ২২ আষাঢ় (৬ জুলাই) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারণে দীর্ঘদিন যাবত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রমকে চালিয়ে নিতে আমরা অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপ করছি। ইতোমধ্যে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে ইন্টারনেটের ব্যয় বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ইন্টারনেট প্রদান অথবা স্বল্পমূল্যে ইন্টারনেট প্যাকেজ দেয়া যায় কিনা সে বিষয়ে মোবাইল অপারেটর কোম্পানিসমূহের সাথে আলোচনা চলছে। তিনি আশা করেন মোবাইল অপারেটর কোম্পানিসমূহ বিষয়টি ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখবেন। তিনি আজ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক উপকমিটির আয়োজনে ‘বর্তমান বৈশ্বিক সংকটকালে শিক্ষা বিষয়ে আমাদের করণীয়’ শীর্ষক এক অনলাইন সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক উপ-কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক শামসুন্নাহার চাপার সঞ্চালনায় এই অনলাইন সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার। আলোচক হিসেবে আরো যুক্ত ছিলেন বাংলা একাডেমীর সভাপতি অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডা. কামরুল হাসান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাকসুদ কামাল এবং দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকার সম্পাদক সাংবাদিক শ্যামল দত্ত।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রতিটি সংকটই আমাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে দেয়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চাহিদা অনুযায়ী আমাদের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে তথ্য ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। তাই আমাদের হয়তো কিছুদিনের মধ্যে ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রমে যেতে হতো। করোনা আমাদেরকে এক্ষেত্রে এগিয়ে দিয়েছে। আমরা এখন অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমসহ অফিস-আদালতে বিভিন্ন মিটিং এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, সীমাবদ্ধ থাকবে। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সেই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে নতুন এই বাস্তবতার সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠব। করোনা পরবর্তী সময়েও স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান থাকবে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার সময়ের টিউশন ফি প্রদানের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার পরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি দেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অভিভাবক সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একেবারে টিউশন ফি না দিলে প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষকদের বেতন দিতে পারবে না। তাই দুই পক্ষকেই কিছুটা ছাড় দিয়ে মানবিক হতে হবে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, শিক্ষার বিস্তার এবং মেধাবি জাতি তৈরিতে ইন্টারনেটকে ব্যয় নয়, এটিকে রাষ্ট্রের বড় বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে হবে। ভবিষ্যত শিক্ষার ক্ষেত্র কেবলমাত্র ক্লাসরুমকেন্দ্রিক হবে না। প্রচিলিত চক-ডাস্টার পদ্ধতির সাথে ক্লাসরুম ব্যবস্থা ডিজিটাল করতে হবে। অন্যথায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য মানব সম্পদ তৈরি করতে পারবনা। তিনি বলেন, ৩হাজার ৮শত ইউনিয়নে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌছে দেওয়া হয়েছে, ৭শত ৭৭টি ইউনিয়নে ব্রডব্র্যান্ড সংযোগ পৌঁছানোর কাজ শুরু হয়েছে। দেশের হাওর, দুর্গম দ্বীপ ও চরাঞ্চলে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -১ এর মাধ্যমে উচ্চগতির ইন্টারনেট পৌঁছানোর কাজ শুরু হয়েছে। শিক্ষা পাঠ্যক্রমে ডিজিটাল শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং পেশাদারদের মাধ্যমে তৈরি মানসম্মত ডিজিটাল কনটেন্ট এর মাধ্যমে পাঠ প্রদান সময়ের চাহিদা বলে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী উল্লেখ করে বলেন, প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত ডিজিটাল শিক্ষা কনটেন্ট তৈরি এবং কনটেন্টের মাধ্যমে পাঠদান অপরিহার্য। শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ইন্টারনেট সুবিধা সহজলভ্য করতে সম্ভাব্য সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন তিনি।

#

খায়ের/পরীক্ষিৎ/মামুন/শামীম/২০২০/১৫২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২৪৩৬

**‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍**

**প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানবিক সহায়তা হিসেবে ১০,৯০০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ**

ঢাকা, ২২ আষাঢ় (৬ জুলাই) :

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, নদী ভাঙ্গন, পাহাড়ি ঢল, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৬৪ জেলায় ১০ হাজার ৯শ' মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। একই সাথে ৬৪ জেলায় ১ কোটি ৭৩ লাখ নগদ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এছাড়া রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, সিলেট, সুনামগঞ্জ, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, টাঙ্গাইল এবং মাদারীপুর এই ১২ টি জেলায় প্রতিটিতে ২ হাজার প্যাকেট করে মোট ২৪ হাজার শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে । এ ১২টি জেলার প্রতিটিতে গো-খাদ্য ক্রয়ের জন্য ২ লাখ করে মোট ২৪ লাখ টাকা এবং শিশু খাদ্য ক্রয়ের জন্য ২৪ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ।

#

সেলিম/পরীক্ষিৎ/মামুন/শামীম/২০২০/১৪৫০ ঘণ্টা